একক ৯ ❐ গ্রন্থাগার বিষয়ক আইন

গঠন

৯.১ প্রস্তাবনা
৯.২ গ্রন্থাগার আইনের ধারণা
৯.৩ গ্রন্থাগার আইনের প্রয়োজনীয়তা
৯.৪ ভালো গ্রন্থাগার আইনের বৈশিষ্ট্য
৯.৫ আইনের নমুনার সারমর্ম
৯.৬ স্বাধীনতার আগে ভারতে গ্রন্থাগার আইন
৯.৭ স্বাধীনতার পরে ভারতে গ্রন্থাগার আইন
৯.৭.১ আদর্শ গ্রন্থাগার আইন/বিল
৯.৭.২ বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে গ্রন্থাগার আইন
৯.৭.২.১ তামিলনাড়ু সাধারণ গ্রন্থাগার আইন, ১৯৪৮
৯.৭.২.২ অন্ধ্রপ্রদেশ সাধারণ গ্রন্থাগার আইন, ১৯৬০
৯.৭.২.৩ কর্ণাটক সাধারণ গ্রন্থাগার আইন, ১৯৬৫
৯.৭.২.৪ মহারাষ্ট্র সাধারণ গ্রন্থাগার আইন, ১৯৬৭
৯.৭.২.৫ পশ্চিমঙ্গা সাধারণ গ্রন্থাগার আইন, ১৯৭৯
৯.৭.২.৬ মনিপুর সাধারণ গ্রন্থাগার আইন, ১৯৮৮
৯.৭.২.৭ হরিয়ানা সাধারণ গ্রন্থাগার আইন, ১৯৮৯
৯.৭.২.৮ কেরালা সাধারণ গ্রন্থাগার আইন, ১৯৮৯
৯.৭.২.৯ মিজোরাম সাধারণ গ্রন্থাগার আইন, ১৯৯৩
৯.৭.৩.০ গোয়া সাধারণ গ্রন্থাগার আইন, ১৯৯৩
৯.৭.৩.১ গুজরাট সাধারণ গ্রন্থাগার আইন, ১৯৯৮
৯.৭.৩.২ উড়িষ্যা সাধারণ গ্রন্থাগার আইন, ২০০১
৯.৭.৩.৩ উত্তরাঞ্চল সাধারণ গ্রন্থাগার আইন
৯.৭.৩.৪ রাজস্থান সাধারণ গ্রন্থাগার আইন
৯.৭.৩.৫ উত্তরপ্রদেশ সাধারণ গ্রন্থাগার আইন
৯.৭.৩.৬ লাক্ষাদ্বীপ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে গ্রন্থাগার আইন
৯.৮ অনুশীলনী
৯.৯ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

৯.১ প্রস্তাবনা

আমরা সকলেই জানি যে, বিশ্বের যোগাযোগ ও শিক্ষা ব্যবস্থার একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল গ্রন্থাগার এবং জীবনের জনগণ তাদের কাজকর্মে গ্রন্থাগারের জ্ঞানসম্পদকে ব্যবহার করে থাকেন। সমাজের সর্বাপেক্ষা

প্রয়োজনীয় পরিষেবা বিতরণকারী প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে, গ্রন্থাগার অন্যতম প্রতিষ্ঠান হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। অন্যান্য গ্রন্থাগার থেকে সরকারি গ্রন্থাগারের পার্থক্য আছে—কারণ সরকারি গ্রন্থাগার উদার ও ব্যাপক পরিষেবা বিতরণ করে থাকে ; সরকারি গ্রন্থাগারের বহু বিস্তৃত কাজকর্মের মধ্যে রয়েছে তথ্য ও শিক্ষার যোগান দেওয়া, নবসৃষ্টি ও আনন্দ রচনা করা ও জনগণকে অনুপ্রাণিত করা। নির্ভুল তথ্য সংগ্রহ বিষয়ে, যে -কোনো গণতান্ত্রিক সমাজের অবাধ প্রবেশাধিকার থাকবে। চলমান প্রচেষ্টার বিষয়বস্তু হিসাবে সার্বিক স্বাক্ষরতাকে সংরক্ষণ করতে গ্রন্থাগার পরিষেবা সাহায্য করে। জনগণের বিভিন্ন প্রয়োজন থাকে এবং এইসব প্রয়োজনকে তারা নিজেরা মেটাতে পারে না ; এইসব প্রয়োজনকে—সার্বিক স্বার্থে—কেন মেটানো দরকার—এ বিষয়ে কিছু যুক্তি রয়েছে। ওইসব প্রয়োজন মেটাতে সরকারি গ্রন্থাগারকে উদ্যোগী হতে হবে। সেজন্য এটাই অত্যাবশ্যক হয়ে উঠেছে যে প্রতিটি সমাজ যেন চায়—তার সদস্যরা গ্রন্থাগার পরিষেবাকে গ্রহণ করুক।

শান্তি ও বোঝাপড়া বৃদ্ধির মৌলিক উপাদান হিসাবে এবং সার্বিক শিক্ষা, তথ্য ও সংস্কৃতি সকলের জীবনব্যাপী স্বয়ং-শিক্ষার জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হিসাবে সরকারি গ্রন্থাগারের উপরে ইউনেসকোর সাম্প্রতিক ইস্তেহার আস্থা জ্ঞাপন করেছে। বিভিন্ন জনগণ, অঞ্চল ও জাতির মধ্যে আলাপ-আলোচনা ও সংস্কৃতি বিনিময় বাড়াবার উপরে—ওই ইস্তাহার ভূমিকার উপরে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন ; এই সংজ্ঞানুসারে সরকারী গ্রন্থাগার হল "সমাজের জন্য ও সমাজ কর্তৃক সংরক্ষিত একটি প্রতিষ্ঠান এবং মূলতঃ এই প্রতিষ্ঠানের সামাজিক উদ্দেশ্য হল—সমাজের প্রতিটি ব্যক্তির সারা জীবনব্যাপী স্বয়ং-শিক্ষার জন্য সহজ সুযোগ জোগান দেওয়া।" একটি সরকারি গ্রন্থাগার তার সদস্যদের কাছ থেকে এটাই আশা করে যে গ্রন্থাগারের পরিষেবাকে গ্রহণ করার জন্য সময় দিতে হবে, অর্থ ব্যয় করতে হবে না। মুক্ত সমাজ ও সৃজনশীল সংস্কৃতির সংরক্ষণের জন্য—বন্ধনহীন যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই প্রয়োজনীয়। এর জন্য প্রয়োজন হল—সকল জনগণের কাছে সরকারি গ্রন্থাগারের পরিষেবাকে পৌঁছে দেওয়া। সারা দুনিয়া জুড়ে এটাই অভিজ্ঞতা হয়েছে যে কেবলমাত্র আইন প্রণয়নের মাধ্যমেই সরকারি পরিষেবা কার্যকরভাবে সকলকে দেওয়া যেতে পারে।

৯.২ গ্রন্থাগার আইনের ধারণা

সমগ্র সমাজের জন্য, সাধারণ গ্রন্থাগার এক ধরনের দীপস্তম্ভ হিসাবে বিরাজ করেছে। এই গ্রন্থাগারকে মজবুত ও সুনিশ্চিত আর্থিক ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠা করা এবং আমলাতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ মুক্ত থেকে স্বচ্ছন্দে কাজ চালাতে দেওয়া—এই দু'টি হল সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। চূড়ান্ত লক্ষ্যটি হল—প্রয়োজনীয় গ্রন্থাগার সংস্থা সৃষ্টি করা এবং এমনভাবে তাদের কাজকর্ম উল্লেখ করা যাতে করে জাতীয় গ্রন্থাগার পরিষেবা সর্বাপেক্ষা কার্যকর ও মিতব্যয়ী পথে চলতে পারে। এর জন্য প্রয়োজন সরকারি আইন প্রণয়ন করা ; কারণ সাধারণ গ্রন্থাগার পরিষেবার বিভিন্ন ভাগকে নিয়ন্ত্রণ করতে সরকারি আইনই সমর্থ। পরিকল্পিত উপায়ে সাধারণ গ্রন্থাগার সমূহের উন্নয়নের জন্য—এই আইন হল একটা মাধ্যম। অতএব, গ্রন্থাগার আইন একরূপ পদ্ধতিতে গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠা, উন্নয়ন ও সংরক্ষণকে সুনিশ্চিত করে থাকে। জনগণের মধ্যে আত্মসচেতনতার ধারণার বিকাশ ঘটাতে—আইন একলাই সাহায্য করতে পারে ; গ্রন্থাগার-প্রদত্ত পরিষেবাকে ব্যবহার বাধ্যতামূলক হিসাবে জনগণ তখন মনে করবে।

৯.৩ গ্রন্থাগার আইনের প্রয়োজনীয়তা

সাধারণ গ্রন্থাগার পরিষেবার ব্যবস্থাটি হল গণতান্ত্রিক জীবনধারার এক স্বাভাবিক অনুসিদ্ধান্ত। সাধারণ গ্রন্থাগার পরিষেবার পরিকল্পনা রচনা করা ও উন্নয়ন ঘটানোর একটি কার্যকর মাধ্যম হল—বহুবিধ কাজকর্মের

সঙ্গো সংযোগসাধনকারী কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তুর এক সুসংবদ্ধ জাল প্রতিষ্ঠা করা। কেবলমাত্র গ্রন্থাগার আইনের উপস্থিতিতে, এটি সম্ভব হবে। কার্যত, গ্রন্থাগার আইনই হল গণতান্ত্রিক সমাজে সাধারণ গ্রন্থাগার পরিষেবা জোগান দেওয়ার সুনিশ্চিত মাধ্যম। এক স্থায়ী, সমরূপ, দক্ষ, সামঞ্জস্যপূর্ণ, সমন্বয়যুক্ত গ্রন্থাগার পরিষেবার জন্য আইন-প্রণয়ন করা হল সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। গ্রন্থাগারের জন্য জমি, বাড়ি, উপহার, দান, উইল প্রদত্ত সম্পত্তি এবং সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়ের যাবতীয় সমস্যা আইনগত ব্যবস্থার মাধ্যমে সমাধান করা যাবে। কেবলমাত্র আইনের মাধ্যমেই, যে-কোনো সেস (Cess) -এর লেভি (Levy) আরোপ করা সম্ভব হতে পারে। প্রতিষ্ঠার জন্য নিজের দায়দায়িত্ব লিপিবদ্ধ করতে সরকার বাধ্য থাকে ; গ্রন্থাগার-আইন প্রবর্তনের মাধ্যমে সরকার এই দায়িত্ব পালন করে থাকে। অতএব, সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সরকারি গ্রন্থাগার আইন থেকে—তার শক্তি সংগ্রহ করে থাকে।

রঙ্গানাথন আরও বলেছেন যে, রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য গ্রন্থাগার পরিষেবা অত্যাবশ্যক বলে বিবেচিত হলে, গ্রন্থাগার পরিষেবাকে আইন-বিভাগীয় আইনের মাধ্যমে জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। আইন-বিভাগীয় সহায়তায়, সমাজস্থ সকল জনগণের কাছে অবৈতনিক সাধারণ গ্রন্থাগার পরিষেবাকে পৌঁছে দেওয়া রাষ্ট্রের অন্যতম বাধ্যতামূলক কাজ হিসাবে রঙ্গানাথনের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের দ্বিতীয় আইনে উল্লেখ করা হয়েছে। রাজনীতি থেকে গ্রন্থাগারকে রক্ষা করার জন্য, অর্থের বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা থাকা জরুরি। আইনের মাধ্যমে, সাধারণ স্থানীয় সরকার রাজ্য সরকারের আর্থিক দায় দায়িত্ব উল্লেখ করা থাকে এবং গ্রন্থাগার পরিষেবার উচ্চমান ও পূর্ণ আচ্ছাদন সুনিশ্চিত করতে দীর্ঘকালীন পরিকল্পনা রচিত হয়ে থাকে। আইনে, বিভিন্ন গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের শাসন বিভাগীয় কর্তৃত্বের বিষয়টিকে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। গ্রন্থাগার পরিষেবার একরূপতা সুনিশ্চিত করার জন্য, বর্তমানে আইন-প্রণয়ন করা বিশেষ দরকার।

ইউনেস্কোর আস্থা ঃ নাইজেরিয়ার ইবাদান-এ উন্নয়নশীল দেশের সাধারণ গ্রন্থাগার বিষয়ে ১৯৫৩ সালে ইউনেস্কো-সংগঠিত প্রথম সেমিনারে আলোচিত বিষয়বস্তুর মধ্যে, আইন প্রণয়নের বিষয়টি অন্যতম মুখ্য বিষয় হিসাবে গুরুত্ব পেয়েছিল। ওই বিষয়ে গৃহীত নীতিগুলিকে নিম্নে উল্লেখ করা হল ঃ

"যথোপযুক্ত আর্থিক সহায়তা এবং দক্ষ প্রশাসনকে যোগান দিতে ও সুনিশ্চিত করতে, আইনই কেবলমাত্র সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে শক্তিশালী করে তুলতে পারে...."।

১৯৫৫ সালের অক্টোবরে ভারতে দিল্লি সাধারণ গ্রন্থাগার, ইউনেস্কো সাধারণ গ্রন্থাগার বিষয়ে একটি সেমিনারের আয়োজন করেছিল। পুনরায়, সাধারণ গ্রন্থাগার আইন এবং এর প্রয়োজন ও প্রকৃতিই ছিল আলোচনার বিষয়বস্তু ঃ

"এক স্থায়ী ও প্রগতিশীল জাতীয় সাধারণ গ্রন্থাগার পরিষেবা সরবরাহ করতে, উন্নয়নের সার্বিক নিয়ন্ত্রণ ও সহযোগিতা কেবলমাত্র আইনের মাধ্যমেই পাওয়া যেতে পারে..."।

সাধারণ গ্রন্থাগারের জন্য ইউনেস্কোর যে-কোনো গ্রন্থাগারের পক্ষে নিম্নবর্ণিত শর্তগুলিকে পূরণ করা অত্যাবশ্যক বলে বর্ণনা করেছে ঃ (ক) 'আইনের স্পষ্ট নির্দেশ-এর অধীনে', গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হবে, (খ) 'সম্পূর্ণরূপে সরকারি তহবিল থেকে', গ্রন্থাগারকে সংরক্ষণ করতে হবে ; (গ) সমাজের সব সদস্যদের 'স্বাধীন ও সমান ব্যবহারের' জন্য, গ্রন্থাগারকে উন্মুক্ত রাখতে হবে ; এবং (ঘ) যে-কোনো পরিষেবার জন্য, গ্রন্থাগার 'সরাসরি পরিবর্তন' দাবি করবে না।

আইনের সমর্থনে IFLA (International Federations of Library Association) ঃ ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব্ লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশান (অ্যান্ড ইনস্টিটিউশন)-এর সাধারণ গ্রন্থাগার বিভাগ ১৯৫৫ সালে সাধারণ গ্রন্থাগার পরিষেবার উন্নয়ন বিষয়ে একটি স্মারকলিপি প্রকাশ করেছিল। ওই স্মারকলিপিতে আইন বিষয়ে একটি বিভাগ স্থান পেয়েছিল ঃ "প্রতিটি রাষ্ট্রের গ্রন্থাগার আইন রচনা করা উচিত..."।

আন্তর্জাতিক পুস্তক বৎসর (১৯৭২) উদ্‌যাপন করতে, IFLA-র সাধারণ গ্রন্থাগার বিভাগ ইউনেস্কোর জন্য একটি ইশতেহার রচনা করেছিল ; ওই ইশতেহারের মধ্যে আইন বিষয়ে একটি অনুচ্ছেদ অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল ঃ

"আইনের নির্দেশ অনুযায়ী সাধারণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হবে ; এভাবে গঠিত সাধারণ গ্রন্থাগার দেশজুড়ে সাধারণ গ্রন্থাগার পরিষেবার ব্যবস্থাকে সুনিশ্চিত করবে"।

গণতান্ত্রিক সমাজ, রাষ্ট্রীয় আইন—গ্রন্থাগারের কাঠামো প্রস্তুত করতে—একটি আইনগত ভিত্তি তৈয়ারি করবে। এই আইন সকলের জন্য পুষ্টকারী সহায়তা ও অবৈতনিক পরিষেবাকে সুনিশ্চিত করে। গ্রন্থাগার পরিষেবার জন্য সদস্যদের দাবি মেটাতে—এই রাষ্ট্রীয় আইন গ্রন্থাগারের জন্য প্রয়োজনীয় কাঠামো, কাজকর্ম, কর্মচারী ও অর্থ-এর ভিত্তি রচনা করে।

৯.৪ ভালো গ্রন্থাগার আইনের বৈশিষ্ট্য

গ্রন্থাগার আইনের কিছু বৈশিষ্ট্য হল ঃ

১. গ্রন্থাগার আইন অবশ্যই সরল ও সাধারণ হবে। ভবিষ্যৎ উন্নয়নের জন্য এই আইন ব্যবস্থা রাখবে।

২. এই আইন রাজনৈতিক পালাবদলের সঙ্গে পরিবর্তিত হবে না।

৩. এই আইন কেবলমাত্র টাকা পাঠানো ও হিসাব পরীক্ষার কাজে সীমিত থাকবে না ; এটি গ্রন্থাগারের পূর্ণ বিকাশের জন্য সহায়ক শর্তাবলি সৃষ্টি করবে।

৪. জ্ঞানের মাধ্যম ও ঘটনাভিত্তিক তথ্যে জনগণের অবাধ প্রবেশাধিকারকে পূর্ণ স্বীকৃতি দিয়ে, এই আইন গ্রন্থাগার কাজকর্মের মধ্যে সমন্বয় সাধন করবে ও বিভিন্ন কাজকর্মকে নিয়ন্ত্রণ করবে।

৫. এই আইন অন্য ধরনের গ্রন্থাগারের খোঁজখবর রাখবে।

৬. স্থানীয়, রাজ্য ও জাতীয় স্তরের প্রশাসনের নিজ নিজ দায়িত্বকে এই আইন উল্লেখ করবে।

৭. এই আইন গ্রন্থাগার-পরিষেবাকে অবশ্যই বাধ্যতামূলক করবে।

৮. এই আইন অবশ্যই নির্দেশ দেবে যাতে সাধারণ গ্রন্থাগার পরিষেবা সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকে। বিদ্যাবিষয়ক ও বিশেষ গ্রন্থাগার দ্বারা পরিপূরক হবে—এমন সাধারণ গ্রন্থাগার সম্পদ—এই আইন সৃষ্টি করবে।

৯. এই আইন বিনা পয়সায় বই বাড়ি নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা অবশ্যই রাখবে।

১০. সবরকম স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য, এই আইন অবশ্যই পুস্তকভাণ্ডারের ব্যবস্থা রাখবে।

অধিকতর মিতব্যয়ী প্রশাসন, পদ্ধতিকে যুক্তিযুক্ত করা, বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে বিশেষীকরণ এবং সামগ্রিকভাবে সমাজের প্রতি আরও ভালো পরিষেবা দেওয়া এগুলি সুনিশ্চিত করতে গ্রন্থাগার আইন বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থাগারের উপরে বিভিন্ন ধরনের কাজ বন্টন করে দেবে।

৯.৫ আইনের নমুনার সারমর্ম

গ্রন্থাগার আইন বিভিন্ন দেশে, উল্লেখযোগ্যভাবে, বিভিন্ন রকমের হয়েছে। এই আইন সাধারণ গ্রন্থাগারের ব্যবস্থাকে স্বাধীন বা বাধ্যতামূলক করতে পারে। এই সকল গ্রন্থাগারকে রাষ্ট্র, আঞ্চলিক সরকার বা স্থানীয়

সরকারের বা এদের যে-কোনো দুটির দায়িত্ব হিসাবে গড়ে তুলতে পারে। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কর, স্থানীয় রেট (rate) বা চাঁদার মাধ্যমে আর্থিকভাবে সাহায্য পেতে—এই আইন গ্রন্থাগারকে সুযোগ দিতে পারে। অতি উন্নত দেশ থেকে শুরু করে সদ্য স্বাধীন হওয়া দেশ অবধি, সব দেশের মধ্যে আমরা একটি জিনিসকে সর্বজনীন হিসাবে পেয়েছি ; সেটি হল—কোনো দেশের মধ্যেই আইন পুরোপুরি সন্তোষজনক ও কার্যকর নয়। অধিকাংশ দেশে আইনগুলি সংশোধন করা হয়েছে—এই ঘটনাটি হওয়া সত্ত্বেও, সব দেশেই মাত্রাগত সমস্যা রয়েছে। এক ধরনের ব্যবস্থা অন্য ব্যাপকতর ও অধিকতর সম্ভাবনাপূর্ণ পরিষেবার এককের জন্য অনুসন্ধান চালাতে উদ্দীপিত করে। আজ অবধি গৃহীত সমাধানের মধ্যে সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় ; তবে এক্ষেত্রে পার্থক্যও রয়েছে। এটি লক্ষ্যণীয় যে সরকারি গ্রন্থাগার আইন চরিত্রের দিক থেকে বিবর্তনমূলক ; যে-কোনো দেশের সাধারণ আইন ব্যবস্থার উপরে এর অস্তিত্ব নির্ভর করে এবং সংশ্লিষ্ট দেশের শাসনবিভাগীয় সামাজিক ও ভৌগোলিক কাঠামোর পটভূমিকার মধ্যে এই আইনকে বসাতে হবে। অধিকাংশ দেশে, অনুমোদনকারী আইন (permissive)-এর পরিবর্তে আদেশাত্মক আইন কার্যকর হয়েছে। সংশ্লিষ্ট স্থানীয় কর্তৃপক্ষদের বাধ্যতামূলকভাবে সাধারণ গ্রন্থাগার পরিষেবা বজায় রাখতে হয়, এই পরিষেবা তাদের অনুমোদনের উপরে নির্ভর করে না। সুইডেন-এর মতো দেশসমূহে, বাধ্যতামূলক অংশকে লিপিবন্ধ করেছে। ডেনমার্ক-এ সাধারণ গ্রন্থাগার পরিষেবার জন্য ব্যবস্থা করতে সব কমিউন-এর জন্য একটা দিন স্থির করা হয়েছিল। কানাডা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশে, সম্ভবযোগ্যতাটি সমস্যা হয়ে উঠেছে এবং অধিকাংশ দেশে, এটাই সাধারণ বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছে।

প্রায় সব সাম্প্রতিক আইনেই, একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল—হয় রাজ্যস্তরে, নয় যুক্তরাষ্ট্রীয় স্তরে কিম্বা উভয় স্তরেতেই কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপ। হস্তক্ষেপের ঘটনাটি উপদেশমূলক বা শাসনমূলক আকৃতিযুক্ত কেন্দ্রীয় সংস্থা গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে। এই কেন্দ্রীয় সংস্থা স্বাধীনভাবে কাজ চালাতে পারে, বা রাষ্ট্রের মধ্যে কোনও দপ্তরের নিকটে দায়ী থাকতে পারে। এইসব সংস্থার কাজকর্ম হল মূলতঃ উপদেশমূলক। কুইবেকের মতো আইনসভায় স্পষ্টভাবে লিখিত থাকুক বা ইংলণ্ড ও ওয়েলস-এর মতো আইনসভায় অলিখিত থাকুক— এইসব সংস্থার সচিবালয় পরিদর্শনমূলক কাজ চালিয়ে থাকে। ইংল্যান্ড ও ডেনমার্কে, এইসব কাজ হল পরিদর্শন ও নিয়ন্ত্রণমূলক। কেন্দ্রীয় সমন্বয়মূলক সংস্থা না থাকলে, কেন্দ্রীয় সমন্বয়সাধনকারী কোনো সরকারি দপ্তর থাকতে পারে। নরওয়েতে, এই আইন রাষ্ট্রীয় পরিদর্শক বিভাগকে ও রাষ্ট্রীয় পরিদর্শককে স্বীকৃতি দিয়েছে, রাজা কর্তৃক সরাসরি নিযুক্ত হলেও—এই পরিদর্শক এখনও গীর্জা ও শিক্ষাবিষয়ক মন্ত্রকের কাছে দায়ী রয়েছেন। সুইডেনে, শিক্ষার কেন্দ্রীয় বোর্ড-এর গ্রন্থাগার বিভাগ রাষ্ট্রীয় অনুদানকে তদারকী করে থাকে। বর্তমানে এই বিভাগ তদারকী কাজকর্ম অপেক্ষা উপদেশমূলক কাজকর্ম বেশি করে থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, গ্রন্থাগার পরিষেবা ও গঠন আইন অনুযায়ী স্থায়ী অনুদান তদারকী করতে অধিকাংশ অঙ্গারাজ্য শিক্ষা দপ্তরে একটি করে কার্যালয় রেখেছে।

সব সাম্প্রতিক আইনের বৈশিষ্ট্যটি হল—দুটি বা তিনটি স্তরে, সমন্বয়সাধনের জন্য একটি উপরিকাঠামোর গঠন। একটি গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মধ্যে অপর সকলের সঙ্গে মিলিত হতে অথবা তাদের উপরে সহযোগিতার এক উপরিকাঠামো তৈরি করতে, গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সহযোগিতামূলক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে পরিষেবার উন্নতি ঘটাবার জন্য কর্তৃপক্ষকে উৎসাহিত করে, সাহায্যকারী অনুদানের ব্যবস্থা সাম্প্রতি আইনের বৈশিষ্ট্য হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড ও নরওয়েতে গ্রন্থাগারে ব্যক্তিগত অনুদান এবং আঞ্চলিক পরিষেবার জন্য অনুদান—এই উভয় অনুদানের ব্যবস্থা কার্যকর রয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনে উদার অনুদান ব্যবস্থা রয়েছে। সুইডেন, বিশেষ উদ্দেশ্যে

অনুদান দিয়ে থাকে। ব্রিটেনে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের তহবিলে সাহায্যদান করা হল স্বাভাবিক রীতি। কিন্তু নরওয়ে, ফিনল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড এবং কানাডার মতো দেশে—অনুদানের সঙ্গে কিছু শর্ত জুড়ে দেওয়া হয়।

অধিকাংশ দেশই সাধারণ গ্রন্থাগার পরিষেবার ব্যবহারকে বিনামূল্যে করার উপরে বিশেষ নির্দেশ দিয়েছে। ডেনমার্ক তার নাগরিকদের জন্য বিনামূল্যে গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে নির্দেশ দিয়েছে। চেকোশ্লোভাকিয়া ও হাঙ্গেরি তাদের প্রাপ্তবয়স্ক গ্রন্থাগার পরিষেবা ব্যবহারকারীদের উপরে চার্জ ধার্য করেছে। কুইবেক ও কানাডাতে, বিনামূল্যে গ্রন্থাগার পরিষেবা ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সাধারণ গ্রন্থাগারের জন্য আর্থিক সহায়তা, সাধারণত, সরকারি তহবিল থেকে আসে। স্পষ্টত, স্থানীয় স্তরে যে-কোনো এককই হবে কর-সংগ্রহকারী সংস্থা এবং জাতীয় স্তরে, কর থেকে তহবিল গঠন-এর কথা বহু দেশেই লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

উন্নয়নশীল দেশ ও গ্রন্থাগার পরিষেবা আইন ঃ প্রাথমিকভাবে গ্রন্থাগার পরিষেবা গঠনের জন্য আইনের মাধ্যমগুলি ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কার্যকর হয়েছিল, তা সত্ত্বেও, উন্নয়নশীল দেশগুলিও ওইসব গ্রন্থাগার পরিষেবা আইনকে বাস্তবে অনুসরণ করছে। এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলি বর্তমান গ্রন্থাগার আইনের গুরুত্বকে উপলব্ধি করছে। বর্তমানে আইন প্রায় স্বতঃসিদ্ধ সত্যে পরিণত হয়েছে এবং যথোপযুক্ত ও গুণমান বিশিষ্ট গ্রন্থাগার পরিষেবার অপরিহার্য শর্ত হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে।

Gardner বলেছেন যে উন্নয়নশীল দেশে স্থানীয় সরকারের মূল্যায়নে H. F. Alderfer চারটি মৌলিক নমুনাকে চিহ্নিত করেছেন। ক্ষমতা বহির্ভূত মতবাদ (Ultra vires)-কে সমর্থনকারী ফরাসি নমুনা আফ্রিকার একটা বড়ো অংশকে প্রভাবিত করেছে। এই ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হল—কেন্দ্রীকরণ, আদেশের শৃঙ্খল, স্তরযুক্ত কাঠামো, শাসনবিভাগীয় প্রাধান্য ও আইনবিভাগীয় অধীনতা। স্থানীয় সরকার শাসনবিভাগীয় কর্তৃত্বাধীনে থাকে ; এই শাসনবিভাগ প্রশাসনিক ও আইনবিভাগীয় নিয়ন্ত্রণ থেকে বহুলাংশে মুক্ত। কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে সব ক্ষমতা ন্যস্ত রয়েছে। অপরদিকে, ইংরাজ নমুনার বৈশিষ্ট্য হল বিকেন্দ্রীকরণ। সাধারণভাবে, এই ব্যবস্থা বোঝায় আইনবিভাগীয় প্রাধান্য, কমিটি ব্যবস্থা এবং নাগরিকদের স্বেচ্ছাশীল অংশগ্রহণ। ঘানা, পূর্ব নাইজেরিয়া ও তানজানিয়াতে এই ধরনের আইন কার্যতঃ সফল হয়েছে। সোভিয়েত ব্যবস্থায়, গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকরণ এক সময়ে কার্যকর হয়েছিল। স্থানীয় সরকারের সনাতনরূপ একটি ধরন (pattern)-এর সৃষ্টি করেছে ; ওই ধরন বা শৈলীর মধ্যে ভারতীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থার প্রতিফলন ঘটেছে। এই রূপটি মূলতঃ শহরকেন্দ্রিক নয়। একজন প্রধান বা একজন স্থানীয় নেতা বা এক জনগোষ্ঠীকে নিয়ে এই প্যাটার্ন কাজ চালায় এবং একটি গ্রাম বা কয়েকটি গ্রামের উপরে—এর কর্মপরিধি বিস্তৃত থাকে।

৯.৬ স্বাধীনতার পূর্বে ভারতে গ্রন্থাগার আইন

জনশিক্ষার একটি ঐতিহ্য আমাদের আছে, কিন্তু মূলতঃ দুটি কারণে, ভারতে আমাদের সাধারণ গ্রন্থাগারের কোনো ঐতিহ্য নেই। প্রথমতঃ, এখানে জনশিক্ষা ছিল ব্রাহ্মণদের চিন্তার বিষয়। দ্বিতীয়তঃ, আমাদের জনগণ শিক্ষার মৌখিক ঐতিহ্যের সঙ্গে অভ্যস্ত ছিল। শিক্ষার জন্য গুরুর বাচনিক জ্ঞানের উপরে সাধারণ লোককে নির্ভর করতে হত। ভারতে আধুনিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থা হল শতাব্দী প্রাচীন ; এই ঘটনাটি ১৯৫৯ সালে প্রকাশিত, গ্রন্থাগারের জন্য ভারত সরকারের উপদেশমূলক কমিটির প্রতিবেদন থেকে স্পষ্ট হয়েছে। এই প্রতিবেদনে এই ঘটনাটিকে তুলে ধরেছে যে আমাদের বৌদ্ধিক জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসাবে গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে বিকশিত করতে পারিনি। কার্যত, একটি জাতির বৌদ্ধিক প্রকৃতির মাত্রা থেকে গ্রন্থাগার উদ্ভূত হয়ে থাকে। শিক্ষার জন্য

ব্রিটিশ ক্ষুধা থেকে ব্রিটিশ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা উদ্ভূত হয়েছে। জাতির জন্য কার্যকর গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তোলা, আমাদের কাছে একটা চ্যালেঞ্জ, কারণ ভারতে জনসংখ্যার ৬০% হল নিরক্ষর। অধিকন্তু, ভারত হল একটি বিশাল দেশ ; প্রধানত এর জনগণ গ্রামে বসবাস করে এবং জনগোষ্ঠীর মাথাপিছু আয় খুবই কম।

উনবিংশ শতকের শেষ দিকে, সমস্ত প্রাদেশিক রাজনীতিতে, বড় শহরে এবং রাজন্য রাজ্যের (Princely States) রাজধানীতে সাধারণের চাঁদায় চলা গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৯০০ সাল থেকে ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তি পর্যন্ত গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সরকার প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। কিন্তু অনাগ্রহ ও দেশে বিদ্যমান নিরক্ষরতার জন্য জনগণ এইসব প্রতিষ্ঠানের সুযোগ গ্রহণ করতে পারেনি।

৯.৬.১ দি প্রেস অ্যান্ড রেজিস্ট্রেশন অফ্ বুকস অ্যাক্ট

ভারতের স্বাধীনতা-প্রাপ্তির আগে, গ্রন্থাগার আইন উন্নয়নে ভারত সরকার নিজ ভূমিকা পালন করতে সচেষ্ট হয়েছিল, কিন্তু এ বিষয়ে সরকার যথেষ্ট অগ্রগতি ঘটাতে সক্ষম হয়নি। এই প্রসঙ্গে, প্রথম তাৎপর্যপূর্ণ বছরটি হল ১৮৬৭ সাল ; এই বছরে সরকার 'দি প্রেস অ্যান্ড রেজিস্ট্রেশন অব্ বুকস অ্যাক্ট' পাশ করেছিল। এই আইন অনুযায়ী, 'যে-কোনো বই-এর মুদ্রাকরকে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারকে বই-এর একটি কপি বিনামূল্যে দিতে হত এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে বই-এর এক বা অধিক কপি প্রেরণ করতে হত।' এই আইন অনুযায়ী, একটি 'বইয়ের তালিকাতে' প্রয়োজনীয় গ্রন্থপঞ্জিতে তথ্যসহ সংগৃহীত প্রতিটি বইয়ের তালিকা প্রত্যেক রাজ্য সরকারকে করতে হত। প্রতি তিন মাসে, বইয়ের এই তালিকাকে প্রকাশ করতে হত। ১৮৯০ সালে, এই আইন সংশোধিত হয়েছিল। সংশোধিত আইনে বলা হয়েছিল যে সরকারকে বিনামূল্যে বইয়ের তিনটি করে কপি প্রদান করতে হবে।

৯.৬.২ সাহিত্যের উৎসাহবর্ধনের জন্য তহবিল

১৮৯৮ সালে বোম্বাই প্রদেশের সরকার প্রতিষ্ঠান নিবন্ধীকরণের (registration) জন্য 'সাহিত্যের উৎসাহবর্ধনের জন্য তহবিল' নামে এক কর্মসূচি চালু করেছিল। এই কর্মসূচি অনুযায়ী, প্রকাশিত বইয়ের একাধিক কপি নিবন্ধীভুক্ত প্রতিষ্ঠানকে বিতরণ করতে হত।

৯.৬.৩ ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি (ইনডেনচারস/ভ্যালিডেশান) অ্যাক্ট

১৯০২ সালে, ভারত সরকার এই আইনকে পাশ করেছিল। এই আইন "কিছু চুক্তি (indentures)-কে অনুমোদন ও বৈধ করে একদিকে এগ্রিকালচারাল ও হর্টিকালচারাল সোসাইটি অব্ ইন্ডিয়া এবং ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরি এবং অন্যদিকে সেক্রেটারি অব্ স্টেট ফর ইন্ডিয়া কাউন্সিল-এর মধ্যে এই চুক্তি (indentures) সংঘটিত হয়েছিল।"

৯.৬.৪ আদর্শ গ্রন্থাগার আইনের খসড়া রচনা

ড. এস. আর. রঙ্গনাথন আদর্শ গ্রন্থাগার আইনের খসড়া রচনা করেছিলেন। ১৯৩০ সালে বেনারসে সারা এশিয়া শিক্ষাগত সম্মেলনে ওই খসড়াটি উপস্থাপিত হয়েছিল। "সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণের জন্য এবং রাষ্ট্রের মধ্যে শহরের, গ্রামের ও অন্যান্য শ্রেণির গ্রন্থাগার পরিষেবার ব্যাপক উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠানের জন্য"—আইন ব্যবস্থা রেখেছিল। আইনে বলা হয়েছিল যে রাষ্ট্রে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সংগঠন করার জন্য, শিক্ষামন্ত্রীকে রাষ্ট্রের গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ করা উচিত। এই আইন থেকে উদ্ভূত সমস্ত বিষয়ের উপরে, রাষ্ট্রীয়

গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ দিতে একটি রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার কমিটি গঠনের ব্যবস্থা ছিল। এই আইনে বলা হয়েছিল যে "রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের পূর্ব অনুমতি নিয়ে যে-কোনো স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ গ্রন্থাগার রেটকে বাড়াতে পারে ; এই বৃদ্ধি এমনভাবে এবং এমন রেটে হবে যা মাঝে মাঝে স্থির করে দেওয়া হবে।" পরবর্তী সময়ে, আদর্শ সাধারণ গ্রন্থাগার আইন হিসাবে রঙ্গনাথন এই আইনকে পুনর্মূল্যায়ন করেছিলেন। ১৯৩১ সালে পশ্চিমবাংলায় এবং ১৯৩৩ সালে মাদ্রাজে এই আদর্শ আইনকে প্রবর্তিত করার জন্য প্রচেষ্টা চালানো হয়েছিল। কিন্তু কিছু বাধ্যতামূলক ধারার জন্য, এই আইনকে বাস্তবায়িত করা যায়নি।

১৯৪২ সালে ভারতীয় গ্রন্থাগার সমিতি রঙ্গনাথনকে আরেকটি বিলের খসড়া করতে অনুরোধ করেছিল। তাঁর খসড়া করা বিলটি আদর্শ সাধারণ গ্রন্থাগার বিল হিসাবে অভিহিত হয়েছিল, এই বিলে পূর্বতন আদর্শ গ্রন্থাগার আইনে বিদ্যমান সব বাধ্যতামূলক ধারাকে তিনি পরিবর্তিত করেছিলেন। রঙ্গনাথন বাধ্যতামূলক ধারাগুলিকে অনুমতিমূলক ধারাতে পরিবর্তিত করেছিলেন। রঙ্গনাথন বাধ্যতামূলক ধারাগুলিকে অনুমতিমূলক ধারাতে পরিবর্তিত করেছিলেন। এই বিলটিকে, ১৯৪২ সালে বোম্বাই-এ অনুষ্ঠিত পঞ্চম সর্বভারতীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে, উপস্থাপিত করা হয়েছিল। বিলটি আলোচিত হয়েছিল, কিন্তু যথোপযুক্ত বিচার-বিবেচনা আকর্ষণ করতে পারেনি।

৯.৭ স্বাধীনতার পর ভারতে গ্রন্থাগার আইন-

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট, ভারত তার স্বাধীনতা অর্জন করেছিল। ১৯৪৮ সালে, ভারত সরকার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি (নাম পরিবর্তন) অ্যাক্ট পাশ করেছিল। এই আইন অনুসারে, কলিকাতায় অবস্থিত ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি ভারতের জাতীয় গ্রন্থাগারে পরিণত হয়েছিল। ১৯৫৪ সালে, ভারত সরকার পুস্তক প্রদান (সাধারণ গ্রন্থাগার) আইন পাশ করেছিল। এই আইন, সংবাদপত্রকে অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্য, ১৯৫৬ সালে সংশোধিত হয়েছিল।

৯.৭.১ আদর্শ গ্রন্থাগার আইন/বিল

সিনহা কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী একটি গ্রন্থাগার বিল রচনা করার জন্য, ভারত সরকার ড. ডি. এস. সেনের সভাপতিত্বে একটি কমিটি নিযুক্ত করেছিল। ১৯৬৩ সালে, এই বিলটি শিক্ষামন্ত্রকের কাছে পেশ করা হয়েছিল এবং ১৯৬৪ সালে, এই মন্ত্রক মতামতের জন্য বিলটি বিভিন্ন রাজ্যসরকার ও পেশাগত প্রতিষ্ঠানের কাছে পাঠিয়েছিল। ১৯৬৫ সালে, এই বিলটিকে সংশোধিতরূপে প্রকাশ করা হয়েছিল। পূর্বে বলা হয়েছে যে ১৯৩০ সালে রঙ্গনাথন ভারতের জন্য একটি খসড়া আদর্শ সাধারণ গ্রন্থাগার আইন রচনা করেছিলেন ; এই খসড়া আইনটি ১৯৭২ সালে সংশোধিত হয়েছিল এবং ১৯৭২ সালের ২৮-৩০ এপ্রিলে, ব্যাঙ্গালোরে অনুষ্ঠিত সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উপরে সর্বভারতীয় আলোচনা চক্রের আংশিক আলোচ্য বিষয়ে পরিণত হয়েছিল। ১৯৬৬ সালে, পরিকল্পনা কমিশনের গ্রন্থাগার আইন বিষয়ক সাব-কমিটি অপর একটি আদর্শ সাধারণ গ্রন্থাগার বিল রচনা করেছিল।

৯.৭.২ অঙ্গরাজ্যে গ্রন্থাগার আইন

এটি লক্ষ্য করা গিয়েছে যে ২৯টি অঙ্গরাজ্য ও ৬টি কেন্দ্রশাসিত প্রশাসনের মধ্যে কেবলমাত্র ১৫টি অঙ্গরাজ্য আজ অবধি তাদের সাধারণ গ্রন্থাগার আইনকে স্ট্যাটিউট গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করতে সমর্থ হয়েছে। লাক্ষাদ্বীপ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে সাংবিধান ও বিধিনিয়ম রচিত হয়েছে।

৯.৭.২.১ ১৯৪৮ সালের তামিলনাড়ু সাধারণ গ্রন্থাগার আইন

মূলত এই আইনকে মাদ্রাজ সাধারণ গ্রন্থাগার আইন হিসাবে অভিহিত করা হত। সাধারণ গ্রন্থাগারের বিকাশে, তদানীন্তন মাদ্রাজ অঙ্গারাজ্য ১৯৪৮ সালের ২৫শে অক্টোবরের ঐতিহাসিক দিনে এক নতুন যুগের সূচনা করেছিল ; এই দিনে রাজ্য আইনসভা ১৯৪৮ সালের মাদ্রাজ সাধারণ গ্রন্থাগার আইনটিকে পাশ করেছিল। ১৯৪৯ সালের ২২শে জানুয়ারি, এই বিলটি গভর্নর-জেনারেলের সম্মতি অর্জন করেছিল এবং ১৯৫০ সালের এপ্রিল থেকে কার্যকর হয়েছিল। ১৯৬৯ সালের ১লা জানুয়ারিতে, অঙ্গারাজ্যের নাম পরিবর্তিত করে তামিলনাড়ু করা হয়েছিল। তদনুযায়ী, আইনটি বর্তমান নাম গ্রহণ করেছে। যাই হোক, এই আইনটি হল ভারতে প্রথম গ্রন্থাগার আইন।

রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীকে সভাপতি করে, একটি রাজ্য গ্রন্থাগার কমিটি তৈরি করার ব্যবস্থা এই আইনে রাখা হয়েছে। কমিটির সদস্য হিসাবে থাকছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের এবং গ্রন্থাগার সমিতির (৩ জন) সদস্যবৃন্দ।

সাধারণ পাঠাগারের ডিরেক্টরের অফিস প্রতিষ্ঠা করতে আইনটি ব্যবস্থা রেখেছিল ; রাজ্য কেন্দ্রীয় পাঠাগারের পরিচালনা ও অন্যান্য পাঠাগারের পরিদর্শন করার জন্য—এই ডিরেক্টর দায়ী থাকবেন।

মাদ্রাজ মহানগরে এবং বিভিন্ন জেলায় একটি করে স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করার ব্যবস্থা এই আইনে আছে।

এই আইন সুনির্দিষ্ট করে বলেছে যে মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল, তালুক বোর্ড ও পঞ্চায়েতের মতো স্থানীয় সংস্থার দ্বারা সংগৃহীত সেস (cess)-এর উপরে স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণ থাকবে।

সম্পত্তি করে টাকায় ৬ পাই (৩ পয়সা) হারে, সম্পত্তি করের উপরের সারচার্জ হিসাবে কর ধার্য করতে—এই আইন প্রতিটি স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষকে ক্ষমতা দিয়েছে।

১৮৬৭ সালের প্রেস অ্যান্ড রেজিস্ট্রেশন অব্ বুকস্ অ্যাক্টকে এই আইন সংশোধন করেছিল এবং রাজ্য সরকারের নিকটে প্রতিটি বই-এর পাঁচটি করে কপি জমা দিতে রাজ্য প্রকাশকদের উপরে বাধ্যতামূলক করেছিল। মাদ্রাজ মহানগরীর গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ ছাড়া, প্রতিটি স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ দ্বারা সংরক্ষিত গ্রন্থাগার তহবিলে সরকার আর্থিক সহায়তা করবে ; এই আর্থিক সহায়তার পরিমাণ প্রতিটি স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ দ্বারা সংগৃহীত 'সেস' অপেক্ষা কম হবে না।

একজন পুরো সময়ের ডিরেক্টর-এর অধীনে, সাধারণ গ্রন্থাগারের একটি ডাইরেক্টেরেট রাজ্য সরকারের কাছে। Connemara সাধারণ গ্রন্থাগার হল রাজ্যের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি। রাজ্য সরকারের একজন গ্রন্থাগারিক এই গ্রন্থাগারকে পরিচালনা করেন। জেলা গ্রন্থাগার অফিসার স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের কর্মসচিব হিসাবে কাজ চালান। সংশ্লিষ্ট স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের নির্বাচিত সভাপতি মুখ্য শাসক হিসাবে কাজ চালান। একটি জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার এবং বিভিন্ন শাখা গ্রন্থাগারে প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণ করার জন্য, প্রতিটি জেলা গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকেন। হাজারের কম জনসংখ্যা নিয়ে একটি শাখা গ্রন্থাগার স্থাপিত হতে পারে। আংশিক সময়ের ভিত্তিতে নিযুক্ত স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ, সাধারণভাবে, বন্টন কেন্দ্রগুলিকে দেখাশোনা করে থাকেন।

৯.৭.২.২ অন্ধ্রপ্রদেশে সাধারণ গ্রন্থাগার আইন, ১৯৬০

এই আইন কার্যকর হওয়ার আগে, অন্ধ্রপ্রদেশ সাধারণ গ্রন্থাগার পরিষেবা, ১৯৪৮ সালের মাদ্রাজ সাধারণ গ্রন্থাগার আইনের দ্বারা পরিচালিত হত ; তেলেঙ্গানা অঞ্চলের সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি ১৯৫৫ সালের হায়দরাবাদ সাধারণ গ্রন্থাগার আইনের দ্বারা পরিচালিত হত। হায়দরাবাদ রাজ্য ও মাদ্রাজের কিছু অংশের সংযোজন ঘটিয়ে ১৯৫৬ সালের ১লা নভেম্বরে অন্ধ্রপ্রদেশ অঙ্গারাজ্যটি গঠিত হয়েছিল। ১৯৬০ সালের ১লা এপ্রিলে, অন্ধ্রপ্রদেশ সাধারণ গ্রন্থাগার আইনটি পাশ করা হয়েছিল। ১৯৬৪ ও ১৯৬৯ সালে, এই আইনটি সংশোধিত হয়েছিল। সাধারণভাবে, এই আইনটি মাদ্রাজ আইন অপেক্ষা উন্নত ছিল।

একজন পাবলিক লাইব্রেরির ডিরেক্টর-এর অধীনে, একটি পৃথক সাধারণ গ্রন্থাগার দপ্তর প্রতিষ্ঠা করতে—এই আইনে বলা হয়েছিল।

একটি রাজ্য গ্রন্থাগার কমিটি এবং গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ গঠন করতে এই আইনে ব্যবস্থা ছিল।

সম্পত্তি কর বা গৃহ করের উপরে সারচার্জ হিসাবে টাকায় আট পয়সার অনধিক গ্রন্থাগার কর বসাতে—এই আইন ক্ষমতা দিয়েছিল।

সরকার একটা পরিমাণ অর্থ দান করবে এবং সরকারের দেওয়া অর্থ সংগৃহীত করের পরিমাণের কম হবে না।

১৮৬৭ সালের প্রেস অ্যান্ড রেজিস্ট্রেশান অব্ বুকস অ্যাক্টকে, সংশোধিত আকারে, কার্যকর করার ব্যবস্থা—এই আইনে ছিল।

ডিরেক্টর হলেন দপ্তরের সর্বময় কর্তা। রাজ্য গ্রন্থাগার কমিটির নাম হবে রাজ্য গ্রন্থাগার কাউন্সিল। প্রতিটি জেলার জন্য থাকবে একটি করে জেলা গ্রন্থাগার সংস্থা এবং নগরের জন্য থাকবে নগর গ্রন্থালয় সংস্থা।

সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সাম্প্রতিক কাঠামোটি হল মোটামুটি স্তরবিন্যাস ; এই স্তরের শীর্ষস্থানে রয়েছে হায়দরাবাদে অবস্থিত রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, তার তলায় রয়েছে আঞ্চলিক গ্রন্থাগারসমূহ। জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারসমূহ এবং শাখা গ্রন্থাগারসমূহ। শাখা গ্রন্থাগারের তলায় রয়েছে গ্রামীণ গ্রন্থাগারসমূহ, বই ডিপোসিট (deposit) কেন্দ্রসমূহ ও চলমান গ্রন্থাগারসমূহ। সাহায্যপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারসমূহ, পঞ্চায়েত গ্রন্থাগারসমূহ ও সমবায় সমিতি গ্রন্থাগারসমূহ রাজ্যের মধ্যে কাজ চালায় এবং জেলা গ্রন্থালয় সংস্থা থেকে বার্ষিক অনুদান পায়।

৯.৭.২.৩ কর্নাটক সাধারণ গ্রন্থাগার আইন, ১৯৬৫

১৯৬৫ সালে, মহীশূর সাধারণ গ্রন্থাগার আইন হিসাবে বিধিবদ্ধ হয়েছিল। সাধারণ গ্রন্থাগারের একটি পৃথক দপ্তর সৃষ্টি করে, এই আইন কর্নাটক অঙ্গারাজ্যে সাধারণ গ্রন্থাগারের এক রাজ্যব্যাপী সংগঠনকে সুনিশ্চিত করেছিল। পূর্ববর্তী দুটি আইনের বিরোধিতা করে, শিক্ষা দপ্তরের দায়িত্বশীল মন্ত্রীকে পদাধিকার বলে প্রেসিডেন্ট হিসাবে এবং রাজ্য গ্রন্থাগারিককে পদাধিকার বলে কর্মসচিব হিসাবে মেনে নিয়ে রাজ্য গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ গঠিত হয়েছে। রাজ্য গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ পরিচালনার জন্য দায়ী থাকে।

জেলা গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ এবং নগর গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ-এর মতো স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থা এই আইনে স্থান পেয়েছে। ভূমি ও বাড়িঘরের উপর, ওই স্থানে জিনিসপত্রের প্রবেশের উপর, গাড়ি-ঘোড়া ও পেশার উপরে, ব্যবসা ও চাকুরির উপরে, সারচার্জ হিসাবে টাকায় তিন পয়সা হিসাবে গ্রন্থাগার ট্যাক্স বসাতে আইন নির্দেশ দিয়েছিল। রাজ্য সরকারের অনুমতি পেলে, গ্রন্থাগার ট্যাক্স-এর হার বেড়ে টাকায় ছয় পয়সা হতে পারে। অধিকন্তু,

প্রতিটি জেলা গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষকে রাজ্য সরকার বার্ষিক অনুদান দেবে ; এই অনুদানের পরিমাণ হবে—সংশ্লিষ্ট জেলার ভূমিরাজস্ব সংগ্রহের তিন শতাংশের সমান।

এই আইন ১৮৬৭ সালের প্রেস অ্যান্ড রেজিস্ট্রেশন অব বুকস অ্যাক্টকে পরিবর্তন সহ কার্যকর করতে নির্দেশ দিয়েছে।

এটি লক্ষ্যণীয় যে রঙ্গানাথন পরিকল্পিত আদর্শ সাধারণ গ্রন্থাগার বিল থেকে, এই আইন অধিকাংশ বৈশিষ্ট্যগুলো গ্রহণ করেছে।

অধিকন্তু, এই আইনের আর্থিক ধারাগুলি, দেশের সাম্প্রতিক কর-ব্যবস্থা সম্বন্ধে অধিকতর বাস্তবভিত্তিক ও সঠিকভাবে বিন্যস্ত হয়েছে।

ব্যাঙ্গালোরে অবস্থিত রাজ্যের কেন্দ্রীয় রেফারেন্স (reference) গ্রন্থাগার এই সংগঠনের শীর্ষে অবস্থা করছে ; এই গ্রন্থাগারের তলায় রয়েছে—ব্যাঙ্গালোর, মহীশূর, ম্যাঙ্গালোর, হুবলী, ধারওয়ার ও বেলগাঁও-এর মতো পাঁচটি প্রধান শহরে প্রত্যেকের জন্য একটি করে নগর কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার। নগর কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার নেই এমন সব রাজস্ব জেলায়, জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার গড়ে তোলা হয়েছে। শাখা লাইব্রেরি, সার্ভিস স্টেশন ও মন্ডল পঞ্চায়েত লাইব্রেরি গ্রামীণ জনগণের স্বার্থকে সংরক্ষণ করে থাকে।

৯.৭.২.৪ মহারাষ্ট্র সাধারণ গ্রন্থাগার আইন, ১৯৬৭

১৯৬০ সালের বোম্বাই পুনর্গঠন আইন অনুযায়ী, মহারাষ্ট্র অঙ্গারাজ্য ১৯৬০ সালের মে মাসে আত্মপ্রকাশ করেছিল। ১৯৬৮ সালের ১লা মে থেকে, মহারাষ্ট্র সাধারণ গ্রন্থাগার আইন কার্যকর হয়েছিল।

এই আইনটি গ্রন্থাগারের একটি দপ্তর সৃষ্টির জন্য ব্যবস্থা করেছে, এই দপ্তরের শীর্ষে থাকবেন একজন লাইব্রেরীসমূহের ডিরেক্টর। তিনি অঙ্গারাজ্যে (মহারাষ্ট্রে) সাধারণ গ্রন্থাগারসমূহের পরিকল্পনা, সংগঠন, সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য দায়ী থাকবেন।

এই আইনে একটি রাজ্য গ্রন্থাগার কাউন্সিল-এর জন্য ব্যবস্থা রাখা হয়েছে ; আইন-নির্দিষ্ট প্রশাসনের সঙ্গো যুক্ত সকল বিষয়ে রাজ্য সরকারকে এই কাউন্সিল পরামর্শ দেবে।

এই আইন গ্রন্থাগার সেস্ (cess) জন্য কোনো ব্যবস্থা রাখেনি। কিন্তু বিশেষ অনুদান সহ রাজ্য সরকার কর্তৃক আর্থিক অনুদানের জন্য—এই আইন ব্যবস্থা রেখেছে। রাজ্য সরকারের অনুদানের পরিমাণ ২৫ লক্ষের কম হয় না। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে অনুদান পাওয়ার ব্যবস্থা—এই গ্রন্থাগার-নিয়মাবলির মধ্যে রয়েছে।

প্রতিটি জেলার জন্য একটি করে জেলা গ্রন্থাগার কমিটি গঠনের কথা এই আইনে বলা হয়েছে। বৃহত্তর বোম্বাই-এর জন্য, একটি পৃথক গ্রন্থাগার কমিটি গঠন করতে এই আইনে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এশিয়াটিক সোসাইটি লাইব্রেরি, বোম্বাই রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার হিসাবে কাজ চালায়। এছাড়া রয়েছে বিভাগীয় গ্রন্থাগার, জেলা গ্রন্থাগার, তালুক গ্রন্থাগার, গ্রামীণ ও ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার। বিভাগীয় গ্রন্থাগারগুলি হল সরকারি গ্রন্থাগার। অন্যান্য গ্রন্থাগারগুলি হল—সাধারণ গ্রন্থাগার পরিচালিত সাহায্যপ্রাপ্ত গ্রন্থাগার। এই সমস্ত সাহায্যপ্রাপ্ত গ্রন্থাগার ছাড়া—একগুচ্ছ চলমান গ্রন্থাগার ও বেসরকারি পরিচালিত গ্রন্থাগার জনসাধারণকে সাহায্য করে থাকে। পূর্ববর্তী বছরের সমর্থনযোগ্য খরচের ৭৫% রাজ্য সরকার অনুদান হিসাবে দিয়ে থাকে। ডিরেক্টরকে সাহায্য করতে, পাঁচটি বিভাগীয় গ্রন্থাগারের প্রত্যেকের একজন করে সরকারি ডিরেক্টর আছে।

৯.৭.২.৫ পশ্চিমবঙ্গ সাধারণ গ্রন্থাগার আইন, ১৯৭৯

পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে, পশ্চিমবঙ্গ সাধারণ গ্রন্থাগার আইন পাশ করা হয়েছিল। এই আইনের অন্য উদ্দেশ্য ছিল—"এই অঙ্গরাজ্যে বিদ্যমান গ্রন্থাগারগুলিকে নিয়ন্ত্রণ, পথপ্রদর্শন, পরিদর্শন ও স্বীকৃতি দান করা এবং ব্যাপক গ্রামীণ ও শহুরে গ্রন্থাগার পরিষেবার ব্যবস্থা করা।"

অঙ্গরাজ্যে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ও পরিষেবা সম্পর্কিত সব বিষয়ে রাজ্য সরকারকে উপদেশ দিতে,—এই আইন রাজ্য গ্রন্থাগার কাউন্সিল গঠন করার ব্যবস্থা রেখেছে।

এই আইন অনুসারে, রাজ্য গ্রন্থাগার কাউন্সিল গঠন করার উদ্দেশ্য হল—অঙ্গরাজ্যে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ও পরিষেবা সম্পর্কিত সব বিষয়ে রাজ্য সরকারকে উপদেশ দেওয়া। গ্রন্থাগার পরিষেবার দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী হলেন সভাপতি এবং গ্রন্থাগার-ডিরেক্টর হলেন রাজ্য গ্রন্থাগার কাউন্সিলের পদাধিকার বলে সদস্য কর্মসচিব। অন্যান্য সদস্যগণ নিম্নোক্ত শ্রেণি থেকে আসেন ঃ শিক্ষানুরাগী (৪), আইনসভা (৪), গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ও পরিষেবা (৪), বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সমিতির প্রতিনিধি (২), অন্যান্য সরকারি কর্মচারী (৫), স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি (২), জেলা গ্রন্থাগারিক (১), রাজ্যের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক (১), জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক (১), জেলা গ্রন্থাগার অফিসার (১), এবং কর্মচারীদের প্রতিনিধি (২)।

ডিরেক্টরের নেতৃত্বে, গ্রন্থাগার পরিষেবার একটি পৃথক ডিরেক্টরেট-এর জন্য এই আইনে বলা হয়েছে। আইনের নিয়মানুযায়ী, ডিরেক্টর নিযুক্ত হবেন।

প্রতিটি রাজস্ব-জেলার জন্য একটি করে স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ গঠন করার কথা—এই আইনে উল্লেখ করা হয়েছে। এই কর্তৃপক্ষের সভাপতি হলেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট (কলকাতার জন্য—গ্রন্থাগার পরিষেবার ডিরেক্টর) এবং কর্মসচিব হলেন জেলা গ্রন্থাগার অফিসার। অন্যান্য সদস্যগণ নিম্নোক্ত শ্রেণি (categories) থেকে থাকেন ঃ স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিগণ (৫), (জেলা পরিষদ্, পঞ্চায়েত সমিতি, মিউনিসিপ্যালিটি/কর্পোরেশন), শিক্ষাবিদ্ (৩), বিধায়ক (২), বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সমিতির প্রতিনিধিগণ (২), জেলা সামাজিক শিক্ষা অফিসার (১), সাধারণ গ্রন্থাগার কর্মচারীদের প্রতিনিধি (২), জেলা গ্রন্থাগারিক (১/২/৩ জেলার জেলা গ্রন্থাগারের সংখ্যার উপরে নির্ভর করে)।

এটি লক্ষ্যণীয় যে রাজ্য গ্রন্থাগার কাউন্সিল ও স্থানীয় গ্রন্থাগার উভয়েই বেশিমাত্রায় মনোনীত সংস্থা। এই দুই সংস্থার গঠনে, কিছুমাত্রায় গণতান্ত্রিক প্রতিনিধিত্ব ও কিছুমাত্রায় কারিগরী দক্ষতার মিশ্রণ ঘটেছে।

এই আইনে কোনো গ্রন্থাগার সেস (cess) ধার্য করার কথা বলা হয়নি। সাধারণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণ করা এবং এত ব্যাপক গ্রামীণ ও শহুরে গ্রন্থাগার পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার দায়দায়িত্ব সরকার নিজের ঘাড়েই তুলে নিয়েছে। রাজ্য সরকারের বার্ষিক অনুদানে পুষ্ট তহবিলে রাখার কথা, এই আইনে বলা হয়েছে।

"প্রতিটি স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ একটি গ্রন্থাগার তহবিল সংরক্ষণ করবে ; ওই তহবিল থেকে, এই আইনে উক্ত সব ধরনের অর্থ প্রদান করা হবে।" তহবিল পুষ্টির জন্য নিম্নলিখিত মাধ্যম-এর কথা বলা হয়েছে ঃ

(ক) দান (contribution) উপহার ও এনডাউমেন্ট (endowment) থেকে আয় ;

(খ) গ্রন্থাগারের সাধারণ সংরক্ষণের জন্য এবং কোনো নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের জন্য, সরকারের কাছ থেকে অনুদান ; এবং

(গ) এই আইনের অধীনে LLA নিয়মাবলি অনুসারে সংগৃহীত পরিমাণ। রাজ্যের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে এক কপি করে বই বিনামূল্যে জমা দেওয়াটাকে সুনিশ্চিত করতে—এই আইন মুদ্রাযন্ত্র ও বইয়ের নিবন্ধন আইনকে

(The Press and Registration of Books Act) পরিবর্তিত করেছিল। ১৯৮২ সালের ৫ই এপ্রিলে, এই আইনটি সংশোধিত হয়েছিল (১৯৮২ সালের পশ্চিমবঙ্গ অধ্যাদেশ নম্বর ৬)। এই সংশোধনীতে কলকাতা মেট্রোপলিটান গ্রন্থাগারকে কলকাতার জেলা গ্রন্থাগার হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। 'গ্রন্থাগারের ডিরেক্টেরকে' (The Director of Libraries) 'গ্রন্থাগার পরিষেবার ডিরেক্টর' (Director of Library Services) হিসাবে নামাঙ্কিত করা হয়েছিল এবং অনুরূপভাবে, 'গ্রন্থাগারসমূহের ডিরেক্টরের' (Directorare of Libraries) 'গ্রন্থাগার পরিষেবার ডিরেক্টরেট' (Directorate of Library Services) হিসাবে পরিচিত হয়েছিলেন। ১৯৮৫ সালের ৯ই অক্টোবরে, পশ্চিমবঙ্গ সাধারণ গ্রন্থাগার সংশোধনী আইন—১৯৮৫ প্রকাশিত হয়েছিল (পশ্চিমবঙ্গ আইন XXIV, ১৯৮৫)। এই সংশোধনে, যাবতীয় কাজকর্মসহ রাজ্যের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। এই সংশোধনের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল "সরকার, কাউন্সিলের সঙ্গে পরামর্শ করে, আদেশ অনুসারে যতদিন প্রয়োজন মনে করবে ততদিন অবধি স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষকে স্থানচ্যুত করতে পারে।" সরকার একজন প্রশাসনকে বা একটি অস্থায়ী কমিটিকে (adhoc committee) নিযুক্ত করতে পারে।

১৯৯৪ সালে, এই আইনটি পুনরায় সংশোধিত হয়েছিল। মূল আইনের প্রস্তাবনার 'গ্রন্থাগার পরিষেবা' কথাটির পরিবর্তে। 'গ্রন্থাগার ও তথ্য পরিষেবা' কথাটি যুক্ত হয়েছিল। মূল আইনের ২, ৪, ৫, ৮, ১০, ১১, ১৫ অংশগুলিকে (Sections) ঠিক করা হয়েছিল।

৯.৭.২.৬ মনিপুর সাধারণ গ্রন্থাগার আইন, ১৯৮৮

অঙ্গারাজ্যে সাধারণ গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণের উদ্দেশ্য, ১৯৮৮ সালে মনিপুর সাধারণ গ্রন্থাগার আইনকে পাশ করা হয়েছিল।

শিক্ষামন্ত্রীকে সভাপতি রেখে এবং নয় জন সদস্যকে নিয়ে রাজ্য গ্রন্থাগার কমিটি গঠন করার কথা—এই আইনে উল্লেখ করা হয়েছে।

সাধারণ গ্রন্থাগার দপ্তর গঠন এবং একজন ডিরেক্টরের নিয়োগ-এর জন্য এই আইনে ব্যবস্থা করা হয়েছে। জেলা গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের গঠন ও বাস্তবায়নের ব্যবস্থা এই আইনে রাখা হয়েছে। প্রতিটি জেলার জন্য, জেলা গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ ১২ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হবে।

গ্রন্থাগার তহবিল, নিম্নবর্ণিত উপায়ে, বর্ধিত করা হবে ঃ

(ক) দান, উপহার ও এনডাউমেন্ট (endowment) থেকে আয় ; (খ) রাজ্য সরকারের কাছ থেকে বিশেষ অনুদান ; (গ) জেলা গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সংগৃহীত অর্থ ; (ঘ) রাজ্য সরকারের বার্ষিক অনুদান। এই আইনের ব্যবস্থাগুলি এখনও কার্যকর হয়নি।

৯.৭.২.৭ কেরালা সাধারণ গ্রন্থাগার আইন, ১৯৮৯

একটি রাজ্য গ্রন্থাগার কাউন্সিল গঠন করার জন্য, এই আইনে ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। কাউন্সিল ৬৬ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হবে ; সদস্যদের মধ্যে প্রতি তালুক থেকে একজন করে—জেলা গ্রন্থাগার কাউন্সিলের সাধারণ সভার দ্বারা ৬১ জন নির্বাচিত হবে এবং ৫ জন সদস্য সরকার কর্তৃক মনোনীত হবে।

একটি পৃথক গ্রন্থাগার ডিরেক্টরেট গঠন করার জন্য, আইনে ব্যবস্থা রাখা হয়নি। রাজ্য গ্রন্থাগার কাউন্সিলের একজন নির্বাচিত কর্মসচিব হবেন মুখ্য প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ।

জেলাস্তরে গ্রন্থাগার পরিষেবা সংগঠিত করতে ও পরিচালনা করতে, জেলা গ্রন্থাগার কাউন্সিল গঠন করার জন্য এই আইনে ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

তালুক স্তরে গ্রন্থগার পরিষেবা সংগঠিত ও পরিচালনা করতে, তালুক গ্রন্থাগার ইউনিয়ন গঠনের জন্য এই আইনে ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। রাজ্য গ্রন্থাগার তহবিল নামে একটি তহবিল রাজ্য গ্রন্থাগার কাউন্সিল রাখবে ; এই তহবিল থেকে রাজ্য গ্রন্থাগার কাউন্সিল, জেলা গ্রন্থাগার কাউন্সিল ও তালুক গ্রন্থাগার ইউনিয়নের সব খরচ মেটানো হবে।

রাজ্য গ্রন্থাগার তহবিলে নিম্নবর্ণিত অর্থ জমা পড়বে ঃ

(ক) সম্পত্তি করের উপরে ৫% রাজ্য খরচের উপরে কম করে ১% গ্রন্থাগার সেস (cess);

(খ) শিক্ষার উপরে রাজ্য সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট থেকে অনুদান ;

(গ) রাজ্য গ্রন্থাগার কাউন্সিলকে দান ও উপহার ;

(ঘ) গ্রন্থাশাল সংহম্-এর প্রভিডেন্ট ফান্ড, উন্নয়ন ফান্ড ও অন্যান্য ফান্ড।

কেরাল গ্রন্থশালা সংহম্-এর অবলুপ্তি এবং সম্পদ ও দায়দায়িত্বের হস্তান্তরের বিষয়টি এই আইনে লিপিবব্ধ করা হয়েছে। ত্রিবান্দাম সাধারণ গ্রন্থাগার রাজ্যের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার হিসাবে কাজ চালাবে।

গণতান্ত্রিক ও বি-কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থার জন্য, এই আইনটি হল অদ্বিতীয়। যেমন, করে হোক, আইনটি বাস্তবায়িত হয়নি।

৯.৭.২.৮ হরিয়ানা সাধারণ গ্রন্থাগার আইন, ১৯৮৯

গ্রন্থাগারসমূহের ডিরেক্টরকে কর্মসচিব হিসাবে এবং গ্রন্থাগার দপ্তরের মন্ত্রীকে সভাপতি হিসাবে নিয়ে একটি রাজ্য গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ গঠন করতে,—এই আইনে ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। রাজ্য গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের অন্যান্য সদস্যগণ হলেন—গ্রন্থাগার দপ্তর, শিক্ষা, অর্থ, সংস্কৃতি, স্থানীয় সংস্থা, সামাজিক কল্যাণ, রাজ্য উন্নয়ন ও পঞ্চায়েত দপ্তরের কর্মসচিবগণ, পাবলিক রিলেশনস্-এর ডিরেক্টর, সিভিল সেক্রেটারিয়েটের গ্রন্থাগারিক, রাজ্য গ্রন্থাগারিক, রাজ্যের সব বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যগণ, রাজ্য গ্রন্থাগার সমিতির সভাপতি এবং পাঁচজন মনোনীত সদস্য।

রাজ্য গ্রন্থাগার ডিরেক্টরেট গঠন এবং একজন ডিরেক্টর নিয়োগের জন্য—এই আইনে ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ১১ জন সদস্য বিশিষ্ট একটি স্থায়ী উপদেষ্টা কমিটি গঠনের জন্য, এই আইনে বলা হয়েছে ; গ্রন্থাগার সংগঠন ও উন্নয়ন সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ে রাজ্য গ্রন্থাগার ডিরেক্টরেটকে এই কমিটি উপদেশ দেবে। এছাড়া, গ্রন্থাগার পরিষেবার উন্নয়ন ও বিকাশের সঙ্গে যুক্ত সকল বিষয়ে, এই কমিটি কর্তৃপক্ষের নিকট সুপারিশ করবে—এটিও এই আইনে বলা হয়েছে।

একটি রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ও প্রতিটি জেলায় একটি করে গ্রন্থাগার প্রতিষ্টা করার কথা এই আইনে উল্লেখ করা হয়েছে ; মিউনিসিপ্যাল/সিটি/টাউন গ্রন্থাগার, ব্লক গ্রন্থাগার, গ্রামীণ গ্রন্থাগার এবং ছোট আকারের বই জমা রাখার কেন্দ্র—এই ধরনের গ্রন্থাগার স্থাপনের ব্যবস্থাও এই আইনে রাখা হয়েছে।

এই আইন গ্রন্থাগার-সেস (cess) প্রবর্তনের কথা বলেছে। নিম্নবর্ণিত তিন ধরনের গ্রন্থাগার তহবিল নিয়ে, সাধারণ গ্রন্থাগার তহবিল গঠিত হবে ঃ (ক) রাজ্য গ্রন্থাগার তহবিল, (খ) জেলা গ্রন্থাগার তহবিল, এবং (গ) সিটি বা টাউন বা ব্লক বা গ্রামীণ গ্রন্থাগার তহবিল।

প্রতিটি জেলা গ্রন্থাগারের জন্য একটি করে জেলা গ্রন্থাগার কমিটি গঠন, প্রতিটি ব্লক গ্রন্থাগারের জন্য একটি করে ব্লক গ্রন্থাগার কমিটি গঠন এবং প্রতিটি গ্রামীণ গ্রন্থাগারের জন্য একটি পঞ্চায়েত কমিটি গঠনের ব্যবস্থা এই আইনে রাখা হয়েছে।

এই আইনের ব্যবস্থাগুলি এখনও বাস্তবায়িত হয়নি।

৯.৭.২.৯ মিজোরাম সাধারণ গ্রন্থাগার আইন, ১৯৯৩

উত্তর-পূর্ব ভারতের একটি ছোট অঙ্গরাজ্য ১৯৯৩ সালে মিজোরাম সাধারণ গ্রন্থাগার আইনটি পাশ করেছিল। এই আইনের নিম্নলিখিত বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলি আছে ঃ

(ক) রাজ্য, জেলা ও মহকুমার গ্রন্থাগারগুলি হল সম্পূর্ণভাবে সরকারি গ্রন্থাগার ; কিন্তু গ্রামের গ্রন্থাগারগুলি চলছে রাজ্য সরকার স্বীকৃত / বা সাহায্যপ্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবী-সংগঠনের দ্বারা।

(খ) অঙ্গরাজ্যে গ্রন্থাগার সম্পর্কিত সকল বিষয়ের জন্য এবং গ্রন্থাগার পরিষেবার উন্নয়নের জন্য,—একটি রাজ্য গ্রন্থাগার কাউন্সিল গঠন করা হবে।

(গ) অঙ্গরাজ্যে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিদর্শন করতে সাধারণ গ্রন্থাগারসমূহের একটি দপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হবে।

(ঘ) সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণের জন্য সমস্ত খরচ, রাজ্য বাজেট থেকে মেটানো হবে।

(ঙ) কোনো লাইব্রেরি সেস (cess)-এর অনুপস্থিতি।

(চ) বে-সরকারি গ্রন্থাগারের জন্য অনুদানের ব্যবস্থা।

এই আইন-নির্দিষ্ট ব্যবস্থাগুলি এখনও কার্যকর হয়নি।

৯.৭.৩.০ গোয়া সাধারণ গ্রন্থাগার আইন, ১৯৯৩

সবার জন্য অবৈতনিক গ্রন্থাগার পরিষেবার ব্যবস্থা করতে, ১৯৯৩ সালের শেষে গোয়ায় সাধারণ গ্রন্থাগার আইনটি পাশ করা হয়েছিল। গ্রন্থাগার সেস (cess) ধার্য করা বা একটি পৃথক গ্রন্থাগারে তহবিল সৃষ্টি করার ব্যবস্থা এই আইনে ছিল না। রাজ্যের একত্রীভূত তহবিল থেকে, এই দপ্তরের সংরক্ষণের ব্যয় মেটানো হবে।

এই দপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো নিম্নবর্ণিতদের নিয়ে গঠিত হবে ঃ

(ক) রাজ্য গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ, (খ) গ্রন্থাগারের ডিরেক্টরেট (গ) রাজ্য সাধারণ গ্রন্থাগার এবং (ঘ) সহযোগিতাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ। গ্রন্থাগার মন্ত্রী ও গ্রন্থাগারের ডিরেক্টরে—এই দুজনে রাজ্য গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের যথাক্রমে সভাপতি ও কর্মসচিব হবেন। এই আইনের মধ্যে রাজ্য গ্রন্থাগার, জেলা গ্রন্থাগার, তালুক ও গ্রামীণ গ্রন্থাগারের সংগঠন রাখার ব্যবস্থা আছে। এই আইন রাজ্য গ্রন্থাগার সমিতিকে স্বীকৃতি দিয়েছে। বে-সরকারি গ্রন্থাগারের জন্য অনুদানের ব্যবস্থা এই আইনে রাখা হয়েছে।

এই আইন-নির্দিষ্ট ব্যবস্থাগুলি এখনও বাস্তবায়িত হয়নি।

৯.৭.৩.১ গুজরাট সাধারণ গ্রন্থাগার আইন, ২০০১

২০০১ সালের ১লা সেপ্টেম্বরে, গুজরাট সাধারণ গ্রন্থাগার আইনটি পাশ করা হয়েছিল। এই আইনের উদ্দেশ্য, রাজ্য সরকার গুজরাট রাজ্য গ্রন্থাগার উন্নয়ন কাউন্সিল নামে একটি কাউন্সিল গঠন করেছিল। এই কাউন্সিলের ক্ষমতা ও কাজের মধ্যে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত হবে ঃ

(১) এই আইন ও নিয়মের প্রশাসনের সঙ্গে জড়িত সকল বিষয় প্রসঙ্গে, রাজ্য সরকারের নিকট জানতে চাওয়া হলে—এই কাউন্সিল রাজ্য সরকারকে উপদেশ দেবে ;

(২) আইন অনুসারে, রাজ্য গ্রন্থাগার উন্নয়ন তহবিল থেকে ব্যয়কে মঞ্জুর করা ;

(৩) সমাজের মধ্যে বই-এর ব্যবহার বাড়াতে এবং পড়ার অভ্যাস চর্চা করতে, উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ দেওয়া ;

(৪) সাধারণ গ্রন্থাগারের কাজ, প্রশাসন ও উন্নতি বিষয়ে বার্ষিক প্রতিবেদনকে বিবেচনা করা ;

(৫) সাধারণ গ্রন্থাগারের প্রশাসনের উন্নতির জন্য গ্রহণীয় ব্যবস্থা প্রসঙ্গে, রাজ্য সরকারকে সুপারিশ করা ;

এই আইন-নির্দিষ্ট ব্যবস্থাগুলি এখনও কার্যকর হয়নি।

৯.৭.৩.২ উড়িষ্যা সাধারণ গ্রন্থাগার আইন, ২০০১

২০০২ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারি রাজ্যপাল এই বিলে সম্মতি দিয়েছিলেন। সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ও গ্রন্থাগার পরিষেবার ব্যবস্থাপনা ও উন্নতি সংক্রান্ত ব্যাপারে রাজ্য সরকারকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য উড়িষ্যা সাধারণ গ্রন্থাগার পরিষদ গঠন করা হবে। এর সভাপতি হবেন ভ্রমণ ও সংস্কৃতি দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী ও সদস্য-সচিব হবেন সাধারণ গ্রন্থাগারসমূহের নির্দেশক। সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার আর্থিক দিক দেখভাল করার জন্য উড়িষ্যা সাধারণ গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ গঠিত হবে। এই কর্তৃপক্ষের

১। সভাপতি হবেন ভ্রমণ ও সংস্কৃতি দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী

২। কর্মরত সভাপতি হবেন ভ্রমণ ও সংস্কৃতি দপ্তরের সরকারি সচিব।

৩। সদস্যসচিব হবেন সাধারণ গ্রন্থাগারসমূহের নির্দেশক।

এই কর্তৃপক্ষ-নিয়ন্ত্রিত সাধারণ গ্রন্থাগার তহবিল নিম্নোক্ত উপায়ে গঠিত হবে।

১। সরকারি অনুদান, রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরি ফাউন্ডেশন (RRRLF) থেকে প্রাপ্ত অনুদান।

২। কোনো ব্যক্তি-প্রদত্ত চাঁদা, দান বা উপহার

৩। প্রবাসী ভারতীয় কর্তৃক দান, উপহার বা উইল করা সম্পত্তি

৪। তহবিলের উপরোক্ত উপায়ে প্রাপ্ত সঞ্চিত অর্থের সুদ থেকে প্রাপ্ত অর্থ।

এই আইনের অন্তর্ভুক্ত ব্যবস্থাগুলি এখনও কার্যকর হয়নি।

৯.৭.৩.৩ উত্তরাঞ্চল সাধারণ গ্রন্থাগার আইন, ২০০৫

রাজ্য সাধারণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে উত্তরাঞ্চল বিধানসভায় ২০০৫ সালের ২৩শে এপ্রিল সাধারণ গ্রন্থাগার আইন পাশ করা হয়। এই আইন ও প্রশাসনে উত্থাপিত সমস্ত বিষয়ে রাজ্য সরকারকে পরামর্শ ও উপদেশ দানের জন্য একটি রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদ গঠিত হবে। এই পরিষদের পদাধিকার বলে সভাপতি (Ex-officio Chairman) হবেন শিক্ষাদপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী এবং কর্মসচিব হবেন বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের নির্দেশক।

সুষ্ঠু গ্রন্থাগার পরিষেবা দেওয়ার জন্য প্রতি জেলায় একটি করে জেলা গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ গঠন করা হবে, যা ব্লক গ্রন্থাগার, শহর গ্রন্থাগার ও গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলির উপর নিয়ন্ত্রণ রাখবে। এর সভাপতি হবেন জেলাশাসক এবং কর্মসচিব হবেন জেলা শিক্ষা আধিকারিক।

রাজ্যের শিক্ষা পরিচালকমণ্ডলীতে (Directorate of Education) একটি সাধারণ গ্রন্থাগার কক্ষ তৈরি করা হবে।

এই কক্ষের কাজ হবে রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার এবং অন্যান্য সাধারণ গ্রন্থাগারসমূহের কর্মশীলতা পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান করা।

গ্রন্থাগার তহবিলে অর্থ সংগৃহীত হবে নিম্নলিখিত উপায়ে—

১। গ্রন্থাগার ব্যবহারের উদ্দেশ্য রাজ্য সরকার কর্তৃক আরোপিত ফী।

২। রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরি ফাউন্ডেশন (RRRLF) কেন্দ্রীয় সরকার ইত্যাদি থেকে প্রাপ্ত অনুদান।

৩। জেলা গ্রন্থাগার সমিতি কর্তৃক সংরক্ষিত গ্রন্থাগার তহবিল থেকে প্রাপ্ত অর্থ।

৪। জেলা গ্রন্থাগার সমিতিতে সাধারণ গ্রন্থাগারের উন্নয়ন-হেতু প্রদত্ত চাঁদা, উপহার ও দান (contribution gifts and endowments)।

৫। গ্রন্থাগার ও প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বিশেষ অনুদান এবং

৬। জেলা গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ/সমিতি কর্তৃক এই আইনের কোনো বিশেষ ধারা অনুসারে সংগৃহীত অর্থ।

এই আইন-নির্দিষ্ট ব্যবস্থাগুলি এখনও কার্যকর হয়নি।

৯.৭.৩.৪ রাজস্থান সাধারণ গ্রন্থাগার আইন, ২০০৬

এই বিলটি ২০০৬ সালের ২০শে এপ্রিল পাশ করা হয়। এই বিলের মাধ্যমে রাজ্য সরকারকে সাধারণ গ্রন্থাগার বিষয়ে পরামর্শদানের জন্য কুড়িজন সদস্য সমন্বিত একটি রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদ গঠন করা হবে। পরিষদের সভাপতি হবেন গ্রন্থাগার মন্ত্রী এবং সদস্য-সচিব হবেন সাধারণ গ্রন্থাগারসমূহের নির্দেশক। পরিষদের মুখ্য কার্যালয় স্থাপিত হবে জয়পুরে বা সরকার নির্দেশিত অপর কোনো স্থানে। ভাষা ও গ্রন্থাগারের নির্দেশকই হবে সাধারণ গ্রন্থাগারের নির্দেশক এবং এই আইনের প্রশাসন ও কার্যকারিতার জন্য সার্বিকভাবে রাজ্য সরকারের পরিদর্শন, নির্দেশন ও নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থেকে তিনিই থাকবেন দায়িত্বপ্রাপ্ত। রাজ্য সরকারের বার্ষিক যোজনার অন্তর্ভুক্ত বাজেট থেকে সাধারণ গ্রন্থাগার তহবিল গঠিত হবে। এই আইনের অন্তর্ভুক্ত ব্যবস্থাগুলি এখনও কার্যকর হয়নি।

৯.৭.৩.৫ উত্তরপ্রদেশ সাধারণ গ্রন্থাগার আইন, ২০০৬

অবৈতনিক সাধারণ গ্রন্থাগার পরিষেবা প্রতিষ্ঠা, সংগঠন, সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য ২০০৬ সালের ১লা সেপ্টেম্বর উত্তরপ্রদেশ বিধানসভায় এই আইনটি পাশ করা হয়।

এই আইন প্রণয়নের মাধ্যমে রাজ্য সরকারকে এই আইনের অন্তর্ভুক্ত সকল ব্যাপারে পরামর্শদানের জন্য একটি রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদ গঠন ও তার কার্যকারিতা নির্ধারণ করা হবে। পরিষদের সভাপতি হবেন মাধ্যমিক শিক্ষাদপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী, উপসভাপতি ও সদস্য-সচিব থাকবেন যথাক্রমে মাধ্যমিক শিক্ষাদপ্তরের সচিব ও অর্থদপ্তরের সচিব।

পরিষদের সিদ্ধান্ত ও প্রস্তাবনাসমূহ কার্যকর করার জন্য একটি রাজ্য স্থায়ী সমিতি (State Standing Committee) গঠন করা হবে।

জেলাস্তরে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতি জেলায় একটি করে জেলা গ্রন্থাগার সমিতি গঠিত হবে।

দুটি রাজ্যস্তরীয় গ্রন্থাগার—

১। রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, এলাহাবাদ

২। রাজ্য রেফারেন্স গ্রন্থাগার, লক্ষ্ণৌ

এবং প্রতি জেলায় একটি করে সরকারি জেলা গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করা হবে।

মাধ্যমিক শিক্ষাদপ্তরের নির্দেশক (Director) সাধারণ গ্রন্থাগারসমূহের নির্দেশকের ভূমিকা পালন করবেন। তিনি এই আইনের প্রশাসনিক ও ব্যবহারিক দিকের যথাযোগ্য ব্যবস্থার জন্য দায়বদ্ধ থাকবেন। সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়নের সমস্ত ব্যয়ভার আসবে রাজ্য সরকারের বার্ষিক ও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা-উদ্ভূত বাজেট থেকে। তবে প্রয়োজনে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়নকল্পে রাজ্য সরকার বাড়তি অর্থ সরবরাহ করতে পারেন।

৯.৭.৩.৬ লাক্ষাদ্বীপ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে গ্রন্থাগার আইন

লাক্ষাদ্বীপ একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল, স্বাভাবিকভাবেই যার নিজস্ব বিধানসভার অস্তিত্ব নেই। সুতরাং এর নিজস্ব গ্রন্থাগার আইন কার্যকর করা সম্ভব নয়। এই কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রশাসন সাধারণ গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠা, উন্নয়ন ও সাধারণের ব্যবহারের নিমিত্ত সাংবিধানিক ও নিয়মাবলি রচনা করেছে।

লাক্ষাদ্বীপের মুখ্য কার্য্যালয় কাভারত্তিতে ‘লাক্ষাদ্বীপ কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কাভারত্তি’ নামাঙ্কিত কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারটি স্থাপিত হবে। সমাজকল্যাণ ও সাংস্কৃতিক দপ্তর পরিচালিত পাঠকক্ষ-বনাম-গ্রন্থাগার নামে এযাবৎ পরিচিত সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির নাম হবে, ‘সাধারণ গ্রন্থাগার’, সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দ্বীপের নাম। এগুলি কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের শাখারূপে পরিগণিত হবে। এবং এই কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রশাসনভুক্ত শিল্প ও সংস্কৃতি এবং সমাজকল্যাণ দপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকবে।

এই সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির কাজকর্ম পরিচালনা করার জন্যই এই সংবিধান ও নিয়মাবলি রচিত হয়েছে। এই নিয়মানুসারে গ্রন্থাগার ব্যবহারের জন্য পাঠককে কোনো ফী দিতে হবে না।

যদি কোনো নিয়মের ব্যাখ্যায় বা নিয়মবহির্ভূত কোনো ব্যাপারে কোনো সমস্যার সৃষ্টি হয়, তবে গ্রন্থাগারিকের সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। তবে প্রয়োজনে সমাজকল্যাণ ও সংস্কৃতি দপ্তরের নির্দেশক চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন। লাক্ষাদ্বীপের প্রশাসকের উপর এই আইনগুলি সংশোধনের দায়িত্ব ন্যস্ত থাকবে।

৯.৭.৩.৭ উপসংহার

এই পনেরোটি আইন ছাড়া, অন্যান্য অঙ্গরাজ্যে গ্রন্থাগার আইন তৈরি করার প্রচেষ্টা চলছে ; কিন্তু বিলটি আইনে রূপান্তরিত করতে, কোনো অঙ্গরাজ্যই সক্ষম হয়নি। ভারতে অধিকাংশ অংশেই, এখনও কোনো আইন রচিত হয়নি। সর্বোত্তম গ্রন্থাগার পরিষেবা দেওয়ার জন্য, গ্রন্থাগারগুলোকে স্থায়ী ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে এবং রাজনৈতিক উত্থানপতনের প্রভাবমুক্ত রাখতে হবে। আইনের ভিত্তিতে, সারা দেশজুড়ে গ্রন্থাগারের জাল রচনা করার মাধ্যমে—একটি সুসংহত গ্রন্থাগার পরিষেবা অর্জন করা সম্ভব হবে।

সাধারণ গ্রন্থাগারের প্রায়ই উল্লিখিত উদ্দেশ্যটি হল—“জনগণের প্রয়োজন মেটানো, জনগণের প্রয়োজনে

রয়েছে কিছু ধরনের তথ্য পাওয়ার এবং সাধারণ গ্রন্থাগারকে ওই তথ্য সরবরাহ করতে হবে কিন্তু এর পিছনে রয়েছে বৃহত্তর জাতীয় উদ্দেশ্যের মধ্যে রয়েছে—তথ্যসমৃদ্ধ নির্বাচক, স্বাক্ষর জ্ঞান যুক্ত নাগরিক এবং অন্যান্য বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা। আমরা জানি যে সংবিধান থেকে আমাদের জানার অধিকার উদ্ভূত হয়। সকলের জন্য প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা রাখার এই প্রশংসনীয় প্রচেষ্টাটি হল এই বিষয়ে লক্ষ্যণীয় বিষয়। জাতীয় উন্নয়নের মাধ্যম হিসাবে যদি শিক্ষাকে কাজ করতে হয়, তাহলে এই শিক্ষাব্যবস্থাকে সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মাধ্যমে শক্তিশালী করতে হবে। আমরা বিশ্বাস করি যে বিশ্বের উন্নত দেশের জনগণ তাদের জীবনকে সহজতর, অধিকতর উপভোগযোগ্য ও অধিকতর সফল হিসাবে পেয়েছে ; পাওয়ার কারণ হল তারা সাধারণ গ্রন্থাগার ধারণাকে ধীরে ধীরে গড়ে তুলেছে এবং এক সুসংগঠিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে বাস্তবে রূপ দিয়েছে। আমরা বিশ্বাস করি যে অনুরূপ সাধারণ গ্রন্থাগার যে-কোনো জায়গায়—সব জায়গাতেই—ওই একই সুযোগসুবিধা সকলকে দেবে।

আমরা দৃঢ়ভাবে অনুভব করি যে দেশে একটি জাতীয় গ্রন্থাগার ও তথ্যনীতির প্রয়োজন রয়েছে। এই নীতি বিবেচনায় রাখবে এমন একটি ব্যবস্থাকে যেখানে সর্বোচ্চ স্তরে থাকবে একটা জাতীয় গ্রন্থাগার, প্রতি অঙ্গরাজ্যে থাকবে রাজ্য গ্রন্থাগার এবং জেলায়, শহর ও গ্রামস্তরে থাকবে সুসংবদ্ধ সাধারণ গ্রন্থাগার পরিষেবা। একই সময়ে, সব ধরনের গ্রন্থাগারের মধ্যে সহযোগিতা ও সমন্বয় কার্যকর থাকবে।

রাজ্য গ্রন্থাগারের সর্বোচ্চ স্তরে থাকবেন সাধারণ গ্রন্থাগারের ডিরেক্টর ; তিনি প্রথম শ্রেণির অফিসারের নিম্ন পদাধিকারী হবেন না। গ্রন্থাগারে স্থিত বই-এর ক্ষেত্রে, রাজ্য গ্রন্থাগার রেফারেন্স (reference) গ্রন্থাগার হিসাবে কাজ চালাবে, বই বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেবে না। তবে, আন্তঃগ্রন্থাগার ঋণ-এর ক্ষেত্রে ওই আইন কার্যকর হবে না।

আইনের ওই ব্যবস্থাগুলি এখনও কার্যকর হয়নি। সব ধরনের গ্রন্থাগারের মধ্যে সহযোগিতা ও সমন্বয়ের ফলে, যে-কোনো স্থানে বসবাসকারী ব্যক্তি মূল্যবান বইপত্রে প্রবেশাধিকার পেতে সক্ষম হবে ; ব্যক্তির প্রয়োজনের সময়ে এবং তার প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে বইপত্রে প্রবেশাধিকার সম্ভব হবে।

অতএব, দেশের মধ্যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার বিদ্যমান ব্যবস্থাকে সমীক্ষা চালাতে একটি কমিটি নিয়োগ করাই হবে ভারত সরকারের অবশ্য কর্তব্য। বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে, আইনের মাধ্যমে, সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়নকে সুপারিশ করাটা হবে ভারত সরকারের জরুরি কাজ। এরই সঙ্গে দেশের জন্য একটি জাতীয় গ্রন্থাগার ও তথ্য সংক্রান্ত নীতি বিষয়ে পরামর্শ দেওয়াও হবে কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত কাজ।

৯.৮ অনুশীলনী

১. এস. আর. রঙ্গনাথন রচিত আদর্শ গ্রন্থাগার আইনের মূল বৈশিষ্ট্যগুলির বর্ণনা করুন।

২. ভারতে যেসব অঙ্গরাজ্য গ্রন্থাগার সেস (cess) চালু করেছে,—তাদের নাম উল্লেখ করুন।

৩. নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলিকে ব্যাখ্যা করুন ঃ রাজ্য গ্রন্থাগার কাউন্সিল, স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ, রাজ্য গ্রন্থাগার কমিটি।

৪. ভালো গ্রন্থাগার আইনের বৈশিষ্ট্যগুলি কী ?

৫. সাধারণ গ্রন্থাগার আইন বিশিষ্ট প্রথম নয়টি অঙ্গরাজ্যে, অর্থ-এর উৎস বর্ণনা করুন।

৯.৯ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

১. Ekbote, Gopal Rao : Public Libraries System, Hyderabad, Ekbote Brothers, 1987.

২. Gardner, Frank M : Public Library Legislation : a comparative study, Paris, UNESCO. 1971.

৩. Ranganathan, S. R. and Neelameghan, A : Eds. Public Library Legislation : India, Sri Lanka, U.K. and U.S.A., Comparative library legislation. Bangalore, Sarada Ranganathan Endowment for Library Science, 1972.

৪. Sharma, Pandey S. K. : Libraries and Society, md rev.ed., New Delhi, ESS ESS Publications, 1992.

৫. Srivastava, S. N. Library Legislation in India, International Library Review, 1972, 4(1), 329-339.

৬. Venkatappaiah, Veluga : Model State Library Policy and Legislation (For the States and Union territoris), Delhi, ILA, 1995.